সন্ন্যাসীর হাট আর গো-বদ্যি—দেবেন রায়

গঞ্জে গঞ্জেই জীবনের অর্ধেকের বেশি কাটিয়েছি। এখনো নিশিথে কোনো এক নিশিগঞ্জ বুঝি আমাকে টানে। সুযোগ পেলেই ছুটে যাই। সেইসব গঞ্জের কথা আর তার মানুষের কথা আরম্ভ করি বলতে। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ শহর থেকে দক্ষিণে নেমে সরু একফালি ইন্ডিয়ার ভিতর দিয়ে কুচলিবাড়ির পথে গিয়ে ইন্ডিয়ার ভিতর বাংলাদেশি বালাপুকুরিয়া ছিট। যে সরু একফালি ইন্ডিয়ার সড়ক পথে ইন্ডিয়ার গভীরে ঢুকে পড়া যায়, সেই কণ্ঠনালির মতো একফালি ইন্ডিয়ার ভিতর দিয়ে কুচলিবাড়ির পথে গিয়ে

ইন্ডিয়ার ভিতর বাংলাদেশি বালাপুকুরিয়া ছিট। সে সরু একফালি ইন্ডিয়ার সড়ক পথে ইন্ডিয়ার গভীরে ঢুকে পড়া যায়, সেই কণ্ঠনালির মতো এক ফালি ইন্ডিয়া তিনবিঘা করিডোর। সেই করিডোর যোগ করেছে এপারে থাকা বাংলাদেশের দুই গ্রাম অঙ্গারপোতা দহগ্রামের সঙ্গে ওপারে লালমণিরহাট জেলার পানিগ্রাম। সেই করিডোর পার হয়ে এসে অনেকটা ভিতরে বালাপুকুরিয়া গ্রামে গিয়েছিলাম এক শরতে। বালাপুকুরিয়া তখন ছিল ছিটমহল, বাংলাদেশ। কিন্তু এপারে, আমাদের ভিতর। সেখানে প্রাচীন এক বটের নিচে বসে, লুপ্ত হয়ে যাওয়া সন্ন্যাসীর হাটের কথা শুনেছিলাম। তখন এই জায়গায় ইন্ডিয়ার থানা কুচলিবাড়ি, বাংলাদেশের থানা পাটগ্রাম। তিস্তা নদী কাছে।

পুরোনো এক বুড়ো বটের ছায়া অনেকটা জায়গা অন্ধকার করে রেখেছে। সেখানে এককালে ছিল এক প্রাচীন হাট, সন্ন্যাসীর হাট। খুব বেচাকেনা হতো। দশদিক থেকে লোক আসত। ভুটান পাহাড় থেকে সওদাগর আসত। আসাম পাহাড় থেকে আসত হাটুয়ার দল, ঘুরুয়ার দল। তাদের কাছে ভুটান আর আসাম পাহাড়ের কথা শোনা যেত। তখন সেই দিকে বেচাকেনা করতে যেত এদিকের হাটুয়ারা, পাহাড় দেখতে যেত ঘুরুয়ার দল। এখান থেকে সেই হাট উঠে গিয়েছিল দেশভাগে বালাপুকুরিয়া ছিটমহল হয়ে পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায়। এখান থেকে হাট সেই সময়ই চলে গেছে খাপড়ায়। খাপড়া ছিট নয়। মূল ভারত। বালাপুকুরিয়ার লোক বলে, তাদের ছিট যখন ইন্ডিয়ায় ঢুকে যাবে, আবার সন্ন্যাসীর হাট ফেরত আসবে। হাট বসিয়ে দেবে তারা। আসাম পাহাড় আর ভুটান পাহাড়ে খবর যাবে। ঘোড়া আর খচ্চরের পিঠে চেপে হাটুয়ারা আবার বাণিজ্য করতে আসবে। তার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। রাজার আমলে,

কপোতাক্ষর অন্ধকার

২৪ পরগণা জেলা গত শতাব্দীর আটের দশকের মাঝামাঝি উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। আমাদের পূর্ববঙ্গের গ্রাম উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট থেকে মাইল পনের হবে। সেই গ্রামের নাম ধুলিহর। সেই গ্রাম সাবেক খুলনা জেলার সাতক্ষিরে মহকুমা শহর থেকে মাইল দুই আড়াই। আমাদের বাবা কাকা আর ঠাকুরদা ঠিক করেছিলেন এপারে এমন জায়গায় বাড়ি করতে হবে যাতে পারটিশন উঠে গেলে আমরা আবার সহজে নিজ ভিটেয় ফিরে যেতে পারি। সাতক্ষিরে বসিরহাট শহর থেকে মাইল বারো তেরো। বসিরহাট হল উত্তর২৪ পরগণার মহকুমা শহর। বসিরহাটের সংলগ্ন গ্রাম দণ্ডীরহাটে আমাদের এপারের ভিটে হয়েছিল সেই গত

একটি জীবন

লতিকা মণ্ডল, নিবাস ধান্যকুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগণা। আমাদের বাড়িতে তিনি এসেছিলেন ২৮ বছর আগে। গৃহ পরিচারিকা। ধান্যকুড়িয়া, বেলেঘাটা, খোলাপোতা, ভেবে এই সব অঞ্চল সুপ্রাচীন। কলকাতা থেকে টাকি-হাসনাবাদ চলে গেছে যে রাস্তা সেই রাস্তাও কম পুরোন নয়। আমাদের বাবা কাকারা ওপার থেকে এসে এই রাস্তার ধারে দণ্ডীরহাট গ্রামে বসত করেছিলেন। এখন মনে হয় ঠিক হয়নি, কলকাতায় বাসাবাড়ির আর ৬০কিমি দূরে গাঁয়ের বাড়ি তা হল চরম অবৈষয়িক। কিন্তু এও মনে হয়, ছিল বলে এপারে আমাদের একটা গ্রাম হয়েছিল। লতিকা মণ্ডল কিন্তু এপারের মানুষ। তাঁকে আমরা সবাই মাসি বলতাম। আমার বাবা মা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র কন্যা। মাসিই ছিল তাঁর নাম। অকাল বিধবা। দুটি মেয়ে। দুই মেয়ের একটি আবার স্বামী পরিত্যক্তা। তিনি এ

নিয়তিতাড়িত লোকটি

ভবেশবাবুকে আমি চিনেছিলাম ৩৯ বছর আগে। ভবেশ ছিলেন সেটেলমেন্টের আমিন। সেটেলমেন্টের আমিন খুব ক্ষমতা ধরে, অন্তত গ্রামের মানুষ তা বিশ্বাস করে। তাদের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। সে আসে জমি মাপতে। জমির সীমানা নির্ধারণ করতে। তার সঙ্গে থাকে একটি ছেষট্টি ফুট লম্বা লোহার চেন, শিকল। সেই চেনের আবার একশোটি ভাগ। ভাগ করা হয়েছে এক-একটি লিঙ্কে। জমিতে চেন ফেলে তা পরিমাপ করা হয়। ভবেশ ছিলেন আমিন। তাঁর সঙ্গে যখন আমার আলাপ তিনি তখন বছর ৪৫, আমি ২২ পার করে ২৩-এ পা দিয়েছি।